আলপনা

কালো কার্নিশে করোটির মতো চাঁদ,
ক্লান্ত বালিশ, ঘুম কেন ছাই আসে না?
শুরুতেই বুঝি ঘটেছিল পরমাদ,
কালো কার্নিশে করোটির মতো চাঁদ।
ছেনাল হাওয়ায় পাঠালো কে সংবাদ—
আলপনা তোকে একটুও ভালবাসে না;
কালো কার্নিশে করোটির মতো চাঁদ
ক্লান্ত বালিশ, একছিটে ঘুম আসে না।

কাজলা মেয়ে

একটি কাজলা মেয়ে
আমার নিকটে এসে বলেছিল
তোকে ভালবাসি;
চোখে তার
নিয়ন আলোর মতো হাসি,
নখে তার
আমার প্রতিমা ছিল আঁকা,
ধার ঘেঁষে বসেছিল
বড় পাশাপাশি—
একটি কাজলা মেয়ে আমার নিকটে এসে বলেছিল
তোকে ভালবাসি।
তাই তোর হৃৎপিণ্ড চাই!

বুকের দিঘির জলে ঘাই
মেরেছিল
জিয়ল মাছের মতো কে,
মায়াবিনী
সেই কালো মেয়ে?

কে জানি কে তুলেছিল ঘাই!
একটি কাজলা মেয়ে
বলেছিল
হৃৎপিণ্ড চাই।

আদিম পাপের মতো ভয়
বুকের গভীরে কথা কয়,
ভয় আমি বড় ভয় পাই;
সেই মেয়ে বলেছিল
চাই, তোর হৃৎপিণ্ড চাই।

শো-কেসের মধ্যে রেখে দেব,
নখ দিয়ে খুঁটে খুঁটে খাব,
মিট সেফে রেখে দেব তুলে,
কখনো বা ফুল ভেবে চুলে
গুঁজে নেব খোঁপার ভেতর;
আমি বলি কেন যে এ তোর
ব্যথা দিবি বলে এই খেলা,
তার চেয়ে এই বেশ আছি।
কেবল-ই বলেছি নয় মেয়ে
হৃদয় আমার থাক বুকে,
এখানেই নীরবে ঘুমোক।
হৃদয়বিহীন বাঁচা দায়,
তবু চায়—
মেয়ে শুধু হৃৎপিণ্ড চায়।

হৃৎপিণ্ড চেয়েছিলি তুই?

উপড়ে এনেছি তবে দেখ্
তোর জন্যে লাল টক্‌টকে
বুকের গভীর থেকে বুক,
এবার হয়েছে তোর সুখ?
এবার হলি কি তুই সুখী?
এ দেখ এনেছি তুলে
বুকের গভীর থেকে বুক
তোর জন্যে লাল রক্তমুখী!

এখন কোথায় গেলি মেয়ে
হৃৎপিণ্ডে শখ যদি তোর?
হৃৎপিণ্ড ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে
এখন কোথায় গেলি মেয়ে!
হৃৎপিণ্ড পড়ে আছে মাঠে,
এখন জমেছে তাতে ধুলো
নখ দিয়ে খুঁটে খুঁটে খায়

শকুন শেয়াল কাকগুলো,
এও বুঝি সহ্য হয় তোর?
কেন তবে বলেছিলি দে!
হৃৎপিণ্ড টান মেরে ফেলে
এখন কোথায় গেলি মেয়ে?

একবারও দেখলি না চেয়ে,
একবারও আসলি না কাছে,
ঐ দেখ ধুলোর ওপর
আমার হৃদয় পড়ে আছে।

রাতভোর চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ে
লোহিত কণিকা রাশি রাশি,
এখন হৃদয় বড় একা—
তুই তাকে করেছিস বাসি।
বলেছিলি তুই ভালবাসি,
তুই কাছে এসেছিলি ধেয়ে,
এখন কোথায় গেলি মেয়ে!
কোনখানে গেলে তোকে পাই?

দুই চোখে নিয়নের হাসি
একটি কাজলা মেয়ে
আমার নিকটে এসে বলেছিল
..... তোকে ভালবাসি
তাই তোর হৃৎপিণ্ড চাই।

রবীন্দ্রনাথ সমীপে

প্রত্যহই সাজি হাতে
ফুল বাগানে যাই,

বেলা শেষে
ফুলের মৃত্যু হলে
আমার গিন্নি
আঁস্তাকুড় থেকে ফিরে
স্নান ঘরে ঢোকেন।

অথচ আশ্চর্য—

লক্ষ বছর গেল
আমার প্রেমিকার খোঁপায়
তোমার লতার সেই ফুল
আজও তো কথা বলে।

আমায় তুমি

আমায় তুমি ডাক দিয়েছ
পাপ করাবে বলে,
তাও দিয়েছি সাড়া—

তবে আমি প্রেমিক
নাকি পাপী?

ভালবাসায় যেই ধরেছে ঘুণ
আমার হাতে তোমায় তুমি
করিয়েছিলে খুন;
তাও করেছি আমি!

তবে আমি প্রেমিক
নাকি খুনী?

আতাগাছ

নিখিলরঞ্জন দত্তকে

ঐ সেই চালাঘর
যেখানে কাঠের পালঙ্কে বসে
আমার কাকামশায় সুর করে চৈতন্যচরিতামৃত পড়তেন
বাইরে দাঁড়িয়ে থাকত খইল্যা। তাকে কিছুতেই
ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হতো না। আলাদা গেলাসে
চা দেওয়া হতো।
আজ সেই কাকার খাটে বসেই খইল্যা নামাজ পড়ছিল।

ঝাপসা চোখ এক বুড়ির দঙ্গলে খুঁজে পাওয়া গেল
আমার মায়ের সহপাঠিনী হরিদাসীকে
কে এলে গো?
আমি তোমাদেরই লোক, দেশ দেখতে এলাম।

আমাকে ঘিরে কতো ভিড়। কতো দুর্বোঘাস। ধান।
কতো উলুধ্বনি।
ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে গো
তোরা শাঁখ বাজা।
ঘর! কোথায় আমার ঘর? খইল্যা এক জায়গায়
কাঠি পুঁতে দেখিয়ে দিল
সেইখানে আমার বাপ-ঠাকুরদাদার ভিটে ছিল।
আমার ঠাকুরদা মরেছিলেন সেই ভিটেতেই। বাবা
দেশ বিভাগের ডামাডোলে কোথায় নিপাত্তা হলেন
হদিশ নেই।

ভিড়ের থেকে কে এক বুড়ো শুধু মাড়ি নেড়ে
নড়-নড় করে বলল, আমি তোমার ঠাকুরদাদার
বন্ধু ছিলাম। এ তোমারই গ্রাম।
আমার গ্রাম!
চোখ যেদিকে যায় সবুজ ধানের অস্থির কার্পেট।
তারও ওধারে এক ফালি কুমারী জমি। সরু রাস্তা।
আরও দূরে এক শেয়াল ডাকা ঝোপের পাশে

নির্জন একলা কোণে
ফাটা ভাঙা বট অশ্বত্থের পোড়ো কালী মন্দির
একদিন ঐখানে ঘণ্টা বাজত। আমার ঠাকুমা লাল পেড়ে
শাড়ি পরে পুজো দিতে যেতেন। মা প্রণামী দিতেন।

কিন্তু ওসব কিছু নয়। আমি ডুবন্ত মানুষের মতো
আঁকুপাঁকু করে শুধু সেই বিশল্যকরণী খুঁজছি
যার কাছে রাবণ রাজার শক্তিশেলের দুরারোগ্য ক্ষতও
তুচ্ছ
যা ম্যাজিকের মতো চক্ষের নিমেষে সামান্য গেলাসের
অসামান্য দূরত্বের বিষাক্ত গুমোটকে ভেঙে
চৈতন্যচরিতামৃতের সঙ্গে নামাজ ও কালী মন্দিরের
ঘণ্টাধ্বনিকে মিশিয়ে সেতার বাজাতে পারে—
একটা আতাগাছ।
আমি আর খইল্যার ছেলে সবুজ জঙ্গল থেকে এনে
অনেক যত্নে লাগিয়েছিলাম।

সেই ফুল, সেই পাখি, মাঠ, কচুরিপানার দিঘি
অবিকল এক। সামনের বাঁকটা পেরোলেই
দেখা যাবে আমার ছেলেবেলার স্কুল।
কিন্তু কোথায় গেল আমাদের লাগানো সেই আতাগাছ!
নীরব শব্দের ভয়ংকর গ্রেনেডের মতো
কাঁটা তারের বেড়া রয়েছে পড়ে,
কিন্তু আমাদের লাগানো সেই
আতাগাছ আজ আর সেখানে নেই।

চোখের জলে

নদীর জলে নৌকো চলে
চোখের জলে কী?
চোখের জলে মুখর কথা
চলতে দেখেছি।

নদীর জলে নৌকো চলে
চোখের জলে কথা,
চোখের জলে তোমার কথার
মুখর নীরবতা।

নদীর জলে নৌকো এবং
চোখের জলে তুমি,
চোখের জলে বাজছে ব্যথার
নিষিদ্ধ ঝুমঝুমি।

চোখের জলের নদী এবং
নদীর চোখের জল
কালকে এবং আজকে এবং
কালকেও সম্বল।

ধনী

আমার দুঃখেও দেখ
আনন্দ রেখেছে তার হাত

আমি কি কৃপণ হতে পারি